হুগলিতে দুর্গাপুজোয় চলবে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বিভিন্ন জায়গায় এবার দুর্গাপুজোর সময় খাবারের স্টলেও হানা দেবেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। খাদ্যের গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় বহু হোটেল ও রেস্তোরাঁর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। খাবারের গুণমান ঠিক না থাকলে সেই সব স্টল বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে হুগলি জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করেছেন, গত কয়েক বছর ধরেই এই কাজ হয়ে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। দুর্গাপুজোর সময় অনেকেই বাইরে খাওয়া-দাওয়া করেন। সেই খাবারের মান যদি ঠিক না থাকে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সে কথা মাথায় রেখেই জনস্বার্থে পুজোর সময়ও খাবারের স্টলে ও দোকানে অভিযান চালানো হবে। সম্প্রতি হাওড়ার লিলুয়ায় এক অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ধর্মীয় গুরু ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী তথা বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য, 'দুর্গাপুজোর সময় যারা মাছ-মাংস খান, তাঁরা পাখ ভী।' ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই আবহে দুর্গাপুজোর সময় অস্থায়ী ফুড স্টলে খাবারের গুণমান যাচাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আতঙ্কিত অনেকে। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুজোর সময়ে বিভিন্ন খাবারের স্টলে তল্লাশি চালানোর জন্য পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দুর্গাপুজোর সময় যে সব অস্থায়ী ফুড স্টল হবে, সেখানকার খাবারের মান যাচাই করবেন। এই বিষয়ে বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলির কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হবে। দুর্গাপুজো হোক, কালী কিংবা জগদ্ধাত্রী, বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানে অনেকে রাস্তার ধারে অস্থায়ী ফুড স্টল দেন। দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপের আশপাশে এই ধরনের খাবারের স্টল দেখতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত স্টলে দেদার বিকোয় বিরিয়ানি, এগরোল, চিকেন ও মটন রোল, চাউমিন, মোগলাই, ফ্রায়েড রাইস-সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তরফে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, অস্থায়ী ফুড স্টলের মালিকদেরও নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে। পুজোর স্টলে যে সব খাবার বিক্রি হবে, তাতে ক্ষতিকারক কোনও রং কিংবা রাসায়নিক মেশানো যাবে না। বাসি ও পচা খাবার বিক্রি করা যাবে না। বিরিয়ানি বিক্রেতা বলেন, 'আমরা খাবার মজুত রাখি না। ক্রেতার সামনেই বিরিয়ানি, চাউমিন, মোগলাই, রোল তৈরি করে দিই। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দোকান চালাই।' জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, 'খাবারে ভেজাল মেশানো কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পুজোর সময়ও অভিযান চলবে।'

সরকারি অর্থে নির্মিত জলাধার বছর ঘুরতেই ধসে চুরমার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: সরকারি অর্থে তৈরি জলের ট্যাংকি কি তবে 'নজরদারির অভাবে' ভঙ্গুর নির্মাণের নজির? নির্মাণের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের নবীনগঞ্জ এলাকায় হাইড় ভেঙে পড়ল ২০০০ লিটারের জলের ট্যাংকি। ঘটনায় বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার এবং যথাযথ নজরদারির অভাবেই এত অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়েছে জলাধারটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় ৭ লক্ষ ৬২ হাজার ১৬৭ টাকা ব্যয়ে জলাধারটি নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণের সঙ্গে সংস্থাব সরদারের নামও উঠে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, নথি অনুযায়ী ২০২৫ এর ৫ মে নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এখন বছর ঘুরতেই জলাধার ভেঙে পড়ায় সরকারি প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় বিষয়, ট্যাংকি ভেঙে পড়ার সময় আশপাশে কেউ না থাকায় প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু জলাধারটি ভেঙে পড়ে, তার দায় নেবে কে? গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক সদস্যের তত্ত্বাবধানেই নির্মাণকাজ হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই জলাধারের উপর নির্ভর করতেন নবীনগঞ্জের প্রায় ১০০ থেকে ২০০টি পরিবার। ফলে ট্যাংকি ভেঙে পড়ায় পানীয় জল ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জল নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। দীনেশ সরদার, গীতা সরদার-সহ স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত নতুন জলাধার তৈরি করে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে। একই দাবি জানিয়েছেন ১১৪ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ সভাপতি অপূর্ব সরদারও। সরকারি টাকায় তৈরি জলাধার এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে ভেঙে পড়ল, নির্মাণের মানই বা কেমন ছিল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, জনগণের প্রয়োজনের জলাধার যদি নিম্নমানের কাজে ভেঙে পড়ে, তাহলে সরকারি অর্থ খরচের দিশা ও জবাবদিহি কোথায়?

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
সোমসন আর্যবেদিক ভবন প্রা. লি. (CIN : U24233WB1983PTC036949), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬-এ অবস্থিত-এর বিষয়ে।
...আবেদনকারী/আবেদনকারী কোম্পানি এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**অন্যত্র রাজ্য**"-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য গত ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী কোম্পানির সংঘ স্মারক-এ পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ মর্ম দাখিল করে অথবা **কম্পোজিট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ব্লক নং IIIF/১৬, এ্ড-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, অরুণেশ্বরী, কলকাতা - ৭০০১০৫** ঠিকানায় **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন**-এর কাছে সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দায়ের করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
কমল খিলানি
অনারারি সেক্রেটারি
ডিআইএন :০৬৯৯৬০২৮৮
ডিরেক্টর/অনারারি সেক্রেটারি

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
লক্ষ্মী সিনেমেজ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U92120WB1981PTC033470), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
...আবেদনকারী/আবেদনকারী কোম্পানি এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**অন্যত্র রাজ্য**"-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য গত ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী কোম্পানির সংঘ স্মারক-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ মর্ম দাখিল করে অথবা **কম্পোজিট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ব্লক নং IIIF/১৬, এ্ড-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, অরুণেশ্বরী, কলকাতা - ৭০০১০৫** ঠিকানায় **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন**-এর কাছে সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দায়ের করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬।
লক্ষ্মী সিনেমেজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
মনীশ জয়সওয়াল
ডিরেক্টর
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা ডিআইএন-০০৭৬৫৪৬২

ফের খুলল তারকেশ্বরের মুক্তারপুরের চানাচুর কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুজোর মুখে কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় শতাধিক শ্রমিক। অবশেষে ফের খুলল তারকেশ্বরের মুক্তারপুরের চানাচুর কারখানা। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানের পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাসপেন্ড করা হয়েছিল লাইসেন্সও। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল উৎপাদন। উল্লেখ্য, হুগলিতে ওই চানাচুর কারখানায় গেলে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বংশীধরন দোলুইয়ের সঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের তীব্র বচসা হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছিল, লাইসেন্স-সহ একাধিক নথিপত্র দেখাতে পারেননি দাবি করে কারখানার লাইসেন্স সাসপেন্স করে উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। একই সঙ্গে বংশীধরনের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর থানায় দায়ের হয় এফআইআর। পুজোর মুখে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েন শতাধিক শ্রমিক। এ দিন কারখানা চালু হওয়ায় তাঁরাও খুশি। কারখানায় ১৫০ থেকে ২০০ জন কাজ করেন জানিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বংশীধরন দোলুই বলেন, ' সোমবার কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমা দিয়েছেন। তাই উৎপাদন চালুর ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।' তবে উৎপাদন শুরু হলেও আইনি প্রক্রিয়া চলবে বলে জানিয়েছেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক শ্রীবিজিৎ মাহা।

বকেয়ার দাবিতে বিক্ষোভে চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের কারও দু'মাস, কারও তিন মাসের বেতন বাকি বলে অভিযোগ। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও ফি কালেক্টরদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে বলে দাবি। পুজোর আগে বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে পুরসভার গেটে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন কর্মীরা। এক মাসের বেতন চলে মোটানোর ভাবনাচিন্তা করা হবে, জানান চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। মাসের পর মাস বেতন নেই। উৎসবের মরশুমেও অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রতিবাদে মঙ্গলবার হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভায় বিক্ষোভ দেখান অস্থায়ী কর্মীরা। চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ এদিন অস্থায়ী কর্মীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বিধায়ক বলেন, 'আন্দোলনকারীদের আড়াই মাস মাইনে নেই। আমরা এক মাসের মাইনে মিটিয়ে দেওয়ার টিস্তাভাবনা করছি। এখান থেকে আড়াই হাজার কর্মী আছেন। প্রায় ৬ কোটি টাকা লাগবে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাব, আরও কিছুটা টাকা পুজোর আগেই যাতে মিটিয়ে দেওয়া যায়।' বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী, ফি কালেক্টরদের তিন মাস বেতন পাননি। অফিসে যাঁরা কাজ করেন, সাফাই কর্মী থেকে গার্ড, পিওন, অ্যাম্বুল্যান্স ও গাড়ির চালকরা দু'মাস বেতন পাননি। পুজোর আগে হাত ফাঁকা। সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে উঠেছে, পুজোর কেনাকাটা তো দূরের কথা। অস্থায়ী কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে রাধেশ্যাম শঙ্খবনিক বলেন, 'এর আগেও আমরা আন্দোলন করেই এই হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভায় বেতন আদায় করেছি। বর্তমানে ঘুল বদল হলেও, সরকারের ট্রাডিশন এখনও একইভাবে বহাল রয়েছে। আজও বেতন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আমাদের বাধ্য হয়ে অবস্থানে বসতে হয়েছে।' এ বিষয়ে বিধায়ক সুবীর নাগের বক্তব্য, 'যতক্ষণ না আমাদের হাতে বোর্ড আসছে, আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

জলে ডুবে মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়ালো অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুল এলাকায়। মৃত শিবম পাল (১৭) ও প্রথম দাশগুপ্ত (১৭) অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল লাগোয়া পুকুরে মাছ ধরতে নেমে তলিয়ে যায় ওই দুই ছাত্র। পাড়ে থাকা অন্য দুই ছাত্র এলাকার বাসিন্দাদের দৌড়ে গিয়ে জানালে তারাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। প্রথমে উদ্ধার করা হয় প্রথম দাশগুপ্তকে তার কিছুক্ষণ পর উদ্ধার হয় শিবম পাল। দু'জনকেই অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। এলাকার বাসিন্দারা স্কুল লাগোয়া পুকুর পাড়ে বাউন্ডারি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

বাগনগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ
ঠিকানা : বাগনগড়িয়া,পোঃ- ভোলাডাঙ্গা, নদিয়া ।
নিবন্ধন সংখ্যা (Registration) : ১৩ তারিখ : ১৬.০৯.১৯৫২
স্মারক সংখ্যা : ০১/বাগ / এজাবক তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি:
সমবায় সমিতি সংক্রান্ত সব নিবন্ধন, নির্বাচন, বোর্ড গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় সমিতি সংক্রান্ত বিষয়ের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৫২৩ তারিখ ০৯.০৮.২০২৬ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বাগনগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আগামী বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে ৬ষ্ঠ বিভক্তিত্র সংঘে নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির আদেশ হিসাবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে তা সংশোধন/ সংযোজন কিংবা বিয়োজন সম্পর্কে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত আবেদ ইংরাজির ২১.০৯.২০২৬ তারিখ হতে ২৫.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১-০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩-০ ঘটিকা'র মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইরাজির ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১১-০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৩-০ ঘটিকার মধ্যে সমবায় রিটার্নিং অফিসার কলকাতা সমবায় সমিতি লিঃ-এর দ্বারা সমিতির অফিস-ঘরে শুনানি হবে। আরিজা তথা এই এঁদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ০৩.০৯.২০২৬ তারিখে শুনানি শেষে সমিতি'র নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখ: ১৫.০৯.২০২৬
স্বাঃ/- শ্রী উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল
সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বাগনগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস : ৪/১, শরৎ বোস রোড, ৭ম তল, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬
টেলিফোন : (০৩৩) ৬৪২১ ৪৫২১/৪৫১৮, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com
ইমেল : niccopark@niccoparks.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানি গত বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -এর মাধ্যমে ই-ভোটিংয়ের জন্য নগদীন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ইমেলের মাধ্যমে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, যে সমস্ত সদস্যরা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টসের (ডিপি) যে কোম্পানির সঙ্গে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেছেন, ১৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার উদ্দেশ্যে। যে শেয়ারহোল্ডাররা এখনো ইমেল আইডি ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত করে, তারা অনুরোধ করে নিজ নিজ ডিপোজিটরির কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করার এবং এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে ম্যাসেজের একটি স্ক্যান করা কপি rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, raja.m@niccoparks.com বা ankit@niccoparks.com-এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২২ এবং ২০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি নিবন্ধিত-এর সদস্যদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার উদ্দেশ্যে। যে শেয়ারহোল্ডাররা এখনো ইমেল আইডি ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত করে, তারা অনুরোধ করে নিজ নিজ ডিপোজিটরির কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করার এবং এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে ম্যাসেজের একটি স্ক্যান করা কপি rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, raja.m@niccoparks.com বা ankit@niccoparks.com-এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী নিম্নে দেখানো করা হলো :
(ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি)।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ তারিখ এবং সময় শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি)।
(গ) কাট-অফ তারিখ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
(ঘ) কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের ইক্যুইটি শেয়ার ধারণের অনুপাতে তাদের ভোটাধিকার থাকবে।
(ঙ) ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার পরে ইলেকট্রনিক মোডে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে।

যে কোনো সদস্য যিনি পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাননি, তিনি rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, raja.m@niccoparks.com বা ankit@niccoparks.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে তা পেতে পারেন। এটি কোম্পানি ওয়েবসাইট www.niccoparks.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।
একটি ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা **evoting@nsdl.com**-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩০১, ৩য় ফ্লোর, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং- সি-২৬, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৫১-এর সাথে নির্দিষ্ট ই-মেইল **evoting@nsdl.com** বা **pallavid@nsdl.com**-এ অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। সদস্যরা ক্লাবের নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায়ও লিখতে পারেন।
হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কমল খিলানি
অনারারি সেক্রেটারি
ডিআইএন :০৬৯৯৬০২৮৮
ডিরেক্টর/অনারারি সেক্রেটারি
তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড
CIN : U91990WB1946GAP013261
রেজি. অফিস : ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল : admin@hindusthanclub.com,
ওয়েবসাইট : www.hindusthanclub.com
ফোন : ০৩৩ ৪০১৭ ৫৫৫৫

৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড ('ক্লাব' বা 'কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-এ অবস্থিত এর নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
২. ২০২৬ সালের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল আইডি কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এটি ক্লাবের ওয়েবসাইট **www.hindusthanclub.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ ১৩.০৯.২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
৩. সাধারণ সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") -এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৮০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলীর উপর ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে :
ক. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে;
খ. রিমোট ই-ভোটিং ২৭ **সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ১০.০০ টায়)** শুরু হবে;
গ. রিমোট ই-ভোটিং ২৯ **সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকেল ০৫.০০ টায়)** শেষ হবে;
ঘ. বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হয়ে সভায় এজেন্ডা নং ২ গ্রহণ করা পর্যন্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মটি পুনরায় সক্ষম করা হবে;
ঙ. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬;**
চ. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যে সমস্ত ব্যক্তিরা ক্লাবের সদস্য হয়েছেন তারা যেভাবে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন এএমন কোনও ঘটনা ঘটলে